লিপি
পোর্ট ব্লেয়ার, বুধবার, ১১ জুলাই ২০১৮
Port Blair·Wednesday·July 11, 2018
Arthik Lipi, Page 3

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরল প্রবেশিকা পরীক্ষা, ৫০ : ৫০ ফর্মুলায় ভর্তি

অনশনের জেরে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে বেশ কয়েকজন পড়ুয়া

স্টাফরিপোর্টার : অবশেষে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরল প্রবেশিকা পরীক্ষা। ২৭ জুনের বিজ্ঞপ্তি বহাল রেখেই মঙ্গলবার কর্মসমিতির বৈঠকে ভর্তি প্রক্রিয়ায় প্রবেশিকা পরীক্ষা ফিরিয়ে আনা হল। প্রবেশিকা পরীক্ষা ও নম্বরের ভিত্তিতে ৫০: ৫০ ফর্মুলায় নেওয়া হবে ভর্তি। এর আগে এদিন দুপুরে প্রবেশিকা ফিরিয়ে আনার দাবি নিয়ে পথে নামে যাদবপুরের পড়ুয়ারা। যাদবপুর ক্যাম্পাস থেকে মিছিল বের করেন ছাত্রছাত্রীরা। মিছিলটি যায় গোলপার্ক পর্যন্ত। সেখান থেকে মিছিল ফেরে ক্যাম্পাসে। প্রবেশিকা পরীক্ষা ফিরিয়ে এনে যাদবপুরের মর্যাদা ও স্বাধিকার রক্ষার দাবিতেই ছাত্রছাত্রীদের এই আন্দোলন। আর সেই দাবিকে সামনে রেখেই গত কয়েকদিন ধরে অবস্থানে বসেছেন পড়ুয়ারা। গত শুক্রবার রাত থেকে আবার কয়েকজন অনশনে বসেছেন। এই অনশনের জেরে এখনও পর্যন্ত ৪ জন পড়ুয়া অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা রক্ষার দাবি নিয়ে মিছিলে যাদবপুরের পড়ুয়ারা।

কলা বিভাগের বিভিন্ন বিষয়ে স্নাতকে ভর্তির ক্ষেত্রে যাদবপুরে প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়ার রেওয়াজ দীর্ঘদিনের। জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহেই সেই পরীক্ষা নেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আইনি জটিলতা দেখিয়ে সেই পরীক্ষা স্থগিত করে দেয় বিশ্ববিদ্যালয়। তার প্রতিবাদে বিক্ষোভ শুরু করেন পড়ুয়ারা। সেই বিক্ষোভের পর বিশ্ববিদ্যালয় নতুন করে প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়ার কথা জানায়। ঠিক করে, ৫০-৫০ অনুপাতে প্রবেশিকা পরীক্ষা ও নম্বরের উপর মেধা তালিকা তৈরি করে ভর্তি নেওয়া হবে। তাতে রাজি হয়ে যায় পড়ুয়ারা। কিন্তু পরবর্তীতে কর্মসমিতির বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, প্রবেশিকা পরীক্ষা এ বছরের জন্য নেওয়া হবে না। নম্বরের ভিত্তিতেই ভর্তি নেওয়া হবে। তারপর থেকেই নতুন করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন পড়ুয়ারা। শুক্রবার রাত থেকে তারা অনশনে বসেন। সোমবার সকালে উপাচার্য সুরঞ্জন দাস আন্দোলনকারী ছাত্রদের সঙ্গে দেখা করেন। তাদের অনশন প্রত্যাহার করার কথা অনুরোধ করেছিলেন উপাচার্য। কিন্তু তাতে আমল দেননি পড়ুয়ারা।

মঙ্গলবার সকালে সহ উপাচার্য গিয়ে বিক্ষোভকারী ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনিও তাদের অনশন তুলে নেওয়ার আবেদন জানান। কিন্তু নিজেদের দাবিতে অনড় থেকে অনশন জারি রাখেন ছাত্রছাত্রীরা। অনশনরত ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা করেন চিকিৎসকেরা। প্রত্যেক পড়ুয়ারই শারীরিক অবস্থা খারাপ বলে জানা যায়। প্রত্যেককেই হাসপাতালে ভর্তি করানোর পরামর্শ দেন চিকিৎসক।

এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার জানান, 'যারা অনশন করছেন তাদের প্রত্যেকেরই রক্তচাপ কমে গেছে। সুগার লেভেলও যথেষ্ট কমে গিয়েছে। প্রত্যেককেই হাসপাতালে ভর্তি করানোর পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসক। তাদের শারীরিক অবস্থা ভাল নয়। আমরা এই বিষয়টি নিয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন।' ছাত্রছাত্রীরা যাতে অনশন প্রত্যাহার করে নেন তার জন্য রেজিস্ট্রারও তাদের আবেদন করেন।

কিন্তু আন্দোলন প্রত্যাহার করতে রাজি ছিলেন না পড়ুয়ারা। তারা জানিয়ে দেন, তাদের দাবি পূরণ না করা পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। পড়ুয়াদের আন্দোলনের মুখে শেষমেশ ৪ জুলাইয়ের কর্মসমিতির বৈঠকের সিদ্ধান্ত খারিজ করে মঙ্গলবার রাতে প্রবেশিকা পরীক্ষা ফিরিয়ে আনা সিদ্ধান্ত নেয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। ভর্তি প্রক্রিয়ার জন্য অ্যাডমিশন কমিটি তৈরি করবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

বাংলায় ক্ষমতা দখলই মূল লক্ষ্য গেরুয়া শিবিরের

লোকসভার আগে রাজ্যে একাধিক সভা মোদী-শাহ'র

স্টাফ রিপোর্টার : 'মিশন বাংলা'য় টার্গেট পূরণে কোনও খামতিই রাখতে চায় না বিজেপি। আর লোকসভা ভোটের আগে বাংলায় মানুষের মন পেতে গেরুয়া শিবিরের ভরসা নরেন্দ্র মোদী-অমিত শাহ জুটি। আগামী ১৬ জুলাই রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মেদিনীপুর টাউনে সভা করবেন তিনি। কিন্তু এখানেই থেমে থাকছে না নরেন্দ্র মোদীর রাজ্য সফর। আগামীতেও বেশ কতগুলি সভা করবেন তিনি। বিজেপি সূত্রে খবর, লোকসভা ভোটের আগে রাজ্যে ১৩টি সভা করবেন প্রধানমন্ত্রী। এর মধ্যে পাঁচটি সভা হবে উত্তরবঙ্গে। নরেন্দ্র মোদীর পাশাপাশি রাজ্যে এসে একাধিক সভা করবেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহও।

২০১৪ সালে লোকসভা ভোটে মোদীঝড়ে এ রাজ্যে বিজেপির ভোট শেয়ার অনেকটাই বেড়ে যায়। তখনই কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নজর পড়ে বাংলার দিকে। যদিও ২০১৬ সালে বিধানসভা ভোটে তৃণমূলের কাছে কোনও বিরোধী দলই দাঁড়াতে পারেনি। বিজেপি মাত্র তিনটি আসন পায়। আর তার পরেই বাংলায় বিজেপি হাওয়া স্তিমিত হয়ে যায়। কিন্তু রাজ্যে ক্রমাগত বিজেপির উত্থান কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মধ্যে উৎসাহ তৈরি করে। একের পর এক রাজ্য জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে এবার বাংলাকে টার্গেট করেছেন নরেন্দ্র মোদী- অমিত শাহরা। ২০২১ সালে তৃণমূলকে রাজ্য থেকে উৎখাত করে ক্ষমতায় আসার স্বপ্ন দেখছে বিজেপি।

কিন্তু তার আগে ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে ৫০ শতাংশেরও বেশি আসনে জয়ের লক্ষ্যে দিলীপ ঘোষদের টার্গেট বেঁধে দিয়েছেন অমিত শাহ। বুথস্তরে সংগঠনকে মজবুত করার বার্তাও দিয়ে গিয়েছেন তিনি। কলকাতায় এসে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি দিলীপ ঘোষদের ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দিয়ে বলে গিয়েছিলেন, কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তাদের পাশে রয়েছে। আর তারই রেশ ধরে লোকসভার আগে নরেন্দ্র মোদী-অমিত শাহকে দিয়ে রাজ্যে একাধিক সভা করার পরিকল্পনা নিয়েছে বিজেপি। সূত্রের খবর, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সেপ্টেম্বরে রাজ্যে আসতে পারেন। ওই সময় তিনি উত্তরবঙ্গে সভা করবেন। আবার আগস্ট মাসেই রাজ্যে আসতে পারেন নরেন্দ্র মোদীর প্রধান সেনাপতি অমিত শাহ। কলকাতায় তাঁর সভা করারও পরিকল্পনা রয়েছে। ২০১৬ সালের বিধানসভা ভোটের পর থেকেই রাজ্যে বিরোধী দল হিসাবে বিজেপির দ্রুত উত্থান ঘটেছে। সিপিএম ও কংগ্রেসের অস্তিত্ব যখন তলানিতে ঠেকছে তখন তৃণমূলের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে বিজেপি উঠে আসছে। এতে উৎসাহ তৈরি হয়েছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মধ্যেও। পঞ্চায়েত নির্বাচনেও ভাল ফল করেছে বিজেপি। বিশেষ করে পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুরের মতো জায়গায় রাজ্যের শাসকদলকে রীতিমতো নাকানিচোবানি খাইয়ে দিয়েছে। তাই জুনে রাজ্যে এসে অমিত শাহ সভা করার জন্য পুরুলিয়াকে বেছে নিয়েছিলেন। আবার ১৬ জুন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে সভা করানোর জন্য মেদিনীপুর টাউনকে বেছে নিয়েছে বিজেপি। একদিকে কর্মীদের চাঙ্গা করা, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের মন জয় করা, এই লক্ষ্য নিয়েই নরেন্দ্র মোদী-অমিত শাহ রাজ্যে একাধিক কর্মসূচি করার পরিকল্পনা নিয়েছেন।

এই পার্টনারশিপে বড় স্কোর করে বিজেপি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ রাখতে পারে কি না, সেটা সময়ই বলবে। তবে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নজর যে এখন বাংলার দিকেই, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

বিধাননগরে শুরু হয়ে গেল স্পট ফাইনে কার্ডে পেমেন্ট

স্টাফ রিপোর্টার : স্পট ফাইন বিষয়টি কলকাতা পুলিশে অনেক দিন ধরেই চলছে। রাজ্য পুলিশের কাছে এই স্পট ফাইন করা হলেও তা চালান দিয়ে দেওয়া হত। পরে আইনভঙ্গকারী চালকের কাছ থেকে হাতে টাকা নিয়ে সেই জমা হওয়া গাড়ির কাগজ ছেড়ে দেওয়া হত। কিন্তু তাতে পুলিশ কর্মচারীদের পরে ব্যাঙ্কে গিয়ে সেই টাকা লাইন দিয়ে জমা করতে হত। এতে অনেকটাই সময় নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে অনেক পুলিশ কর্মীরাই স্পট ফাইন ব্যবস্থাপনাতে রাজি ছিলেন না। সেই কারণে পরে পুলিশের পক্ষ থেকে অনলাইনে ফাইন জমা নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়। সেখানে গাড়ির চালকরা ফাইন যে কোনও সাইবার কাফেতে গিয়ে জমা দিয়ে এসে তাদের কাগজ ট্রাফিক পুলিশের কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতেন। এতেই গাড়ির চালককে ফাইন নেওয়ার পরে ফের একবার ওই ট্রাফিক গার্ডে আসতে হত। ফলে অনেক দূরের গাড়ির চালকেরা ফাইন জমা করতেন না। ফলে অনাদায়ী ফাইনের টাকার অঙ্কটি দিনে দিনে বাড়ছিল।

এবারে সেই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে এবং ব্যাঙ্কে গিয়ে টাকা জমা দেওয়ার সমস্যাও যাতে না থাকে তার জন্য বিধাননগর সিটি পুলিশের পক্ষ থেকে শুরু করা হল স্পট ফাইনে কার্ডের মধ্য দিয়ে অনলাইন পেমেন্ট। ঠিক যেভাবে শপিং মল বা পেট্রোল পাম্প বা অন্যত্র মানুষ গিয়ে কার্ডে পেমেন্ট করে তাদের টাকা দিয়ে দেয় সেই পদ্ধতি এবার শুরু করা হল বিধাননগরে। এর জন্য এক বিশেষ ধরনের মেশিন তুলে দেওয়া হয়েছে পুলিশের হাতে। সেই মেশিনের সাহায্যে এবার থেকে চালান নম্বর দিয়ে গাড়ির বিরুদ্ধে কেস করার পরে কার্ড সোয়াইপ করে পেমেন্ট নিয়ে নেবে পুলিশ।

এই বিষয়ে বিধাননগর সিটি পুলিশের ডিসি হেডকোয়ার্টার অমিত জাভালগি জানিয়েছেন, 'রাস্তায় ট্রাফিক পুলিশের ফাইন যাতে মানুষ অতি সহজেই দিতে পারেন, তার জন্য তাদের কোনও সমস্যা না হয় সেই কারণে গোটা প্রক্রিয়াটিকে সরলীকরণের চেষ্টা শুরু করা হয়েছিল। পরে আমাদের কাছে এই মেশিন সম্বন্ধে জানানো হয়। সেই মতো আমরা মেশিনটিকে আমাদের কমিশনারেট এলাকাতে ব্যবহার শুরু করেছি। আশা করছি এতে মানুষেরও আর কোনও সমস্যা হবে না। আর ট্রাফিক ফাইন দ্রুত জমা পড়ে যাবে।' জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই বিধাননগরের সব কয়টি ট্রাফিক গার্ডের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে ওই মেশিন। তবে সংখ্যায় তা খুবই কম। আগামী দিনে এই মেশিনের ব্যবহারের ফলে কতটা সাড়া পাওয়া যাচ্ছে তা দেখেই পুলিশের পক্ষ থেকে মেশিনের ব্যবহার বৃদ্ধির বিষয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু করা হবে বলেও জানানো হয়েছে।

তৈরি হচ্ছে নিম্নচাপ, ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস

মঙ্গলবার শহরের বিভিন্ন অংশে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হয়। ছবি: অরিজিৎ গাঙ্গুলি

স্টাফ রিপোর্টার : বর্ষা এসে গিয়েছে অনেক দিন আগেই। কিন্তু গত কয়ে কদিন ধরে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হলেও ভারী বৃষ্টি দেখা যায়নি। আগামী কয়েকদিনেই ফের কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলায় বিভিন্ন জেলায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, ঝাড়খণ্ডে তৈরি হয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। এর পাশাপাশি বঙ্গোপসাগরে তৈরি হচ্ছে নিম্নচাপ। এই জোড়া ফলার দাপটে বর্ষা তার আসল রূপ দেখাবে। মঙ্গলবার সকাল থেকেই শহরের আকাশ ছিল মূলত মেঘলা। মাঝে মাঝে রোদের দেখাও মিলেছে। সকাল ১০ টা নাগাদ শহরের আকাশ কালো করে আসে। কিছুক্ষণের মধ্যে বৃষ্টিও নামে। এইভাবে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি কয়েকদিন ধরেই দেখা যাচ্ছে। সোমবার দুপুরেও শহরে বৃষ্টির দেখা মিলেছিল। শহরতলিতেও একই হাল। বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হলেও ভারী বৃষ্টির দেখা নেই। একটানা ভারী বৃষ্টির দেখা না মেলায় বর্ষায় বৃষ্টির পরিমাণে ঘাটতি দেখা দিয়েছে।

আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, এবার বর্ষায় এখনও পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের অনেক জায়গায় ২৬ শতাংশের কম বৃষ্টি হয়েছে। তবে ১৩ জুলাইয়ের পর সেই ঘাটতি মিটবে বলেই আশা করা হচ্ছে। কারণ, বঙ্গোপসাগরে যে নিম্নচাপটি তৈরি হচ্ছে তার জেরে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন অংশে ভারী বৃষ্টি হবে। ভারী বৃষ্টিপাতের জেরে মুম্বই বানভাসি হলেও এই রাজ্যে সেইভাবে বৃষ্টির দেখা মিলছে না। জেলায় বৃষ্টির অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে চাষও। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ১৩ জুলাইয়ের পর বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। সেই নিম্নচাপের হাত ধরেই বাড়বে বৃষ্টির পরিমাণ। আর তাতে বৃষ্টির ঘাটতির পরিমাণ কমবে। ১৩ তারিখের পর টানা বেশ কয়েকদিন বৃষ্টি চলবে। তবে তার আগে ভ্যাপসা গরম থাকবে।

শহরে মার্কিন গোয়েন্দারা

স্টাফ রিপোর্টার : চিনা মাদক পাচারকারীদের জেরা করতে শহরে পৌঁছল মার্কিন গোয়েন্দারা। সোমবার তারা শহরে পৌঁছন। মঙ্গলবার তারা ভবনীভবনে গিয়ে মাদক পাচারকারীদের জেরা করেন বলে সূত্রের খবর। বেশ কয়েকদিন আগে কলকাতা স্টেশন থেকে পাঁচ চিনা মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করে জিআরপি। ধৃতদের কাছ থেকে প্রায় ৪০ কোটি টাকার নিষিদ্ধ মাদক পাওয়া যায়। ধৃত পাচারকারীদের মধ্যে একজন কয়েকদিন আগে আমেরিকায় গিয়েছিল। তদন্তে নেমে উঠে আসে আমেরিকা যোগ। সেই কারণেই এদিন ভবানীভবনে গিয়ে আমেরিকার ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট এজেন্সির বিশেষ দল চিনা মাদকপাচারকারীদের জেরা করে।

বিধাননগরে গ্রেফতার সব্যসাচী অনুগামী

স্টাফ রিপোর্টার : ২৪ জুন রাতে দত্তাবাদে কাউন্সিলর নির্মল দত্তের অনুগামী কিরণ রায়কে মারধরের অভিযোগে গ্রেফতার এক। ধৃতের নাম সুরজ সিং। তাকে গ্রেফতার করেছে বিধান নগর দক্ষিণ থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, গত ২৪ তারিখ রাতে যখন বাড়ি ফিরছিল সেই সময় এলাকারই দুষ্কৃতী দীপক, সুরজ সহ বেশ কয়েকজন মিলে কিরণ রায়কে মারধর করে। তাকে বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরপর তার পরিবারের তরফ থেকে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় অভিযোগ দায়ের করা হলে সেই অভিযোগের ভিত্তিতে মঙ্গলবার রাতে রাজাবাজার থেকে সুরজ সিংকে গ্রেফতার করা হয়। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। এই ঘটনার পর দত্তাবাদে ১ জুলাই সব্যসাচী দত্ত ও সুজিত বসুর অনুগামীদের মধ্যে ব্যাপক মারপিট হয়। এই ঘটনায় দুই পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হন। এই কাণ্ডে আসরে নামেন খোদ মেয়র সব্যসাচী। তিনি থানা ঘেরাও করেন।

শরীরে লুকিয়ে মাদক পাচারের চেষ্টা, ধৃত নাইজেরীয় মহিলা

স্টাফ রিপোর্টার : কলকাতা বিমানবন্দরে সোমবার রাতে মাদকসহ আটক হয় এক মহিলা। মঙ্গলবার তাকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃত নাইজেরীয় মহিলার নাম ডেভিড ব্লেসিং (৩০)। তার জরায়ু থেকে উদ্ধার হয়েছে ১২ গ্রাম কোকেন ও ২০ পিস এল এস ডি ব্লট মাদক। তার গোপনাঙ্গে মাদক লুকানো রয়েছে বলে সন্দেহ করা হয়। সেগুলো বের করে আনার জন্য তাকে চিনার পার্কের এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু অস্ত্রোপচারের পর নতুন কিছুই পাওয়া যায়নি দাবি নারকোটিক কন্ট্রোল ব্যুরোর।

নারকোটিক কন্ট্রোল ব্যুরো ও সিআইএসএফ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত মহিলা জেট এয়ারওয়েজের বিমানে মুম্বই থেকে কলকাতা বিমানবন্দরে আসে। কলকাতা বিমানবন্দরে নামার পর তার গতিবিধি দেখে সন্দেহ হওয়ায় তাকে আটক করা হয়। নারকোটিক কন্ট্রোল ব্যুরোর আধিকারিকরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন। জিজ্ঞাসাবাদে তার কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত হয় ১২ গ্রাম কোকেন ও ২০ পিস এলএসডি ব্লট পেপার।

আধিকারিকদের জিজ্ঞাসাবাদে মহিলা জানায়, তার কাছে আরও মাদক রয়েছে। এরপর তার শারীরিক পরীক্ষা করানো হয়। পরীক্ষায় অবাক করা তথ্য উঠে আসে। আল্ট্রাসোনোগ্রাফির রিপোর্টে উঠে আসে ডেভিডের গোপনাঙ্গে লুকানো রয়েছে আরও মাদক। সেই মাদক উদ্ধারের জন্য তাকে চিনার পার্কের এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। যদিও অস্ত্রোপচারের পর ডেভিড ব্লেসিংয়ের দেহ থেকে আর উদ্ধার হয়নি কোনও মাদক। অস্ত্রোপচারের পর উদ্ধার হয় শুধুই কাগজ ও টেপ দাবি নারকোটিক কন্ট্রোল ব্যুরোর।

নারকোটিক কন্ট্রোল ব্যুরোর পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা দিলীপ শ্রীবাস্তব বলেন, ওই মহিলা ধরা পড়ার পর থেকেই তার পেটে বারংবার চাপ দিচ্ছিল। হয়তো সেই চাপেই মাদক তার শরীরের মধ্যেই গলে গিয়েছে। এই ধরনের কেস কলকাতায় প্রথম যেখানে কোনও মহিলার জরায়ুতে মাদক লুকানো ছিল। ফলে যতটা সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত ছিল তা আমরা করতে পারিনি। সেই কারণেই হয়তো অস্ত্রোপচারের পর কিছু উদ্ধার হয়নি।

ব্যুরো সূত্রে খরব, ওই মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেছে, জানুয়ারি মাসে যে দল নারকোটিক কন্ট্রোল ব্যুরোর হাতে ধরা পড়েছিল সেই দলের সদস্য এই ডেভিড ব্লেসিং। ব্যুরোর দাবি, তাদের মধ্যে যোগাযোগ ছিল। আগে থেকেই খবর ছিল, ডেভিড কলকাতায় আসবে। সেই মতো তাকে ধরা হয় এবং তার ভিসা এবং পাসপোর্ট খতিয়ে দেখার পরেই নিশ্চিত হয় এই নাইজেরীয় মহিলার কাছে ড্রাগস রয়েছে। তার পরে মহিলা কনস্টেবলের মাধ্যমে তার শরীর পরীক্ষা করানো হয়। রাতেই জরায়ু থেকে একটি ক্যাপসুল এবং কাগজের টুকরো বার করে ডেভিড। সেই ক্যাপসুল থেকে উদ্ধার হয় ১২ গ্রাম কোকেন এবং কাগজ থেকে উদ্ধার হয় ২০ পিস এল এস ডি ব্লট পেপার। যার বাজারদর ২ লক্ষ টাকা। ব্যুরোর দাবি, ইউএসজি ও এক্স-রে করার সময় অবধি সন্দেহজনক বস্তুর সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। এমনকি যে ওয়ার্ডে তাকে রাখা হয়েছিল সেই ওয়ার্ডে নিরাপত্তা ব্যবস্থা মজবুত করা হয়েছিল। কিন্তু অপারেশন করার আগেই কোনওভাবে ডেভিড শরীরের মধ্যে নষ্ট করে দেয় ওই মাদক। সে যাতে লুকিয়ে মাদক কোথাও ফেলে না দিতে পারে তার জন্য তাকে বাথরুমেও যেতে দেওয়া হয়নি। তা সত্ত্বেও মাদক উদ্ধার না হওয়ায় নারকোটিক কন্ট্রোল ব্যুরোর দক্ষতা নিয়ে উঠল প্রশ্ন।